ইতমিনান নূরানী কিন্ডারগার্টেন বোর্ড, বাংলাদেশ।

প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে জেনারেলসহ হাফেজে কুরআন

আমার
বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

রচনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মুসা খান

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.)
ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদরাসা, মাদরাসায়ে হুসাইন রা.
খতীব: মধুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।
মুহাদ্দিস: আল-জামিয়া আল-আরাবিয়া আনোয়ারুর রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা।

সম্পাদনায়

মুফতি আকরাম হুসাইন

তাখাসসুস ফিল ফিকহ: আকবর কমপ্লেক্স, মিরপুর

ইতমিনান পাবলিকেশন্স

প্রথম খন্ড : ব্যাকরণ

অধ্যায়-০১ ভাষা ও ব্যাকরণ

প্রশ্ন : ভাষা কাকে বলে?

উত্তর : মানুষ যেসব কথা বলে বা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করে, তাকে ভাষা বলে। যেমন : বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা, আরবি ভাষা ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ভাষা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : ভাষা প্রধানত দু প্রকার। যথা:

১. কথ্য বা মুখের ভাষা। ও ২. লেখ্য বা লিখিত ভাষা।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষা কাকে বলে?

উত্তর : বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলে, তাকে বাংলা ভাষা বলে।

প্রশ্ন : মাতৃভাষা কাকে বলে?

উত্তর : মায়ের কাছ থেকে শেখা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে। আমাদের ম

প্রশ্ন : বাংলা ভাষার লিখিত কয়টি রূপ?

উত্তর : বাংলা ভাষার লিখিত রূপ দুটি। যথা : (১) সাধু রূপ ও (২) প্রমিত রূপ।

প্রশ্ন : সাধু ভাষা কাকে বলে?

উত্তর : যে ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে, তাকে সাধু ভাষা বলে। যেমন : বৃষ্টি আজ স্কুলে যাইবে।

প্রশ্ন : প্রমিত ভাষা কাকে বলে?

উত্তর : যে ভাষায় আমরা কথা বলি ওই ভাষার শিষ্ট এবং ভদ্র রূপকে, প্রমিত ভাষা বলে। যেমন : বৃষ্টি আজ স্কুলে যাবে।

প্রশ্ন : ব্যাকরণ কাকে বলে?

উত্তর : ভাষা শুদ্ধ রূপে বলা, পড়া ও লেখার নিয়ম–কানুনকে, ব্যাকরণ বলে। যেমন: বাংলা ব্যাকরণ, আরবি ব্যাকরণ ও ইংরেজি ব্যাকরণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?

উত্তর : বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে বলা, পড়া ও লেখার নিয়ম–কানুনকে, বাংলা ব্যাকরণ বলে।

Abykxjbx

১. ভাষা কাকে বলে?
২. মাতৃভাষা কাকে বলে?
৩. বাংলা ভাষা কাকে বলে?
৪. ভাষার কয়টি রূপ ও কী কী?
৫. ব্যাকরণ কাকে বলে?
৬. বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?

নিয়ম– ৩. রাশি, দল, বর্গ, কুল, বলি, মণ্ডলী যোগে :

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
জল	জলরাশি	নেতা	নেতৃবর্গ
ধুলা	ধুলারাশি	পক্ষি	পক্ষিকুল
ডাকাত	ডাকাতদল	অলি	অলিকুল
সৈন্য	সৈন্যদল	দীপ	দীপাবলি
মন্ত্রী	মন্ত্রিবর্গ	সম্পাদক	সম্পাদকমণ্ডলী

নিয়ম– ৪. পর পর দুটি বিশেষ্য শব্দ দুইবার ব্যবহার করে :

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
ছোটো ছেলে	ছোটো ছোটো ছেলে	উঁচু পর্বত	উঁচু উঁচু পর্বত
ঘরে	ঘরে ঘরে	দিনে	দিনে দিনে
বনে	বনে বনে	বড়	বড় বড়
হাত	হাতে হাতে	দেশ	দেশে দেশে

নিয়ম–৫. শব্দের (বিশেষ্যের) আগে দু বর বিশেষণ পদ বসিয়ে বহুবচন করা যায়। যেমন:

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
কাঁচা আম	কাঁচা কাঁচা আম	পাকা আম	পাকা পাকা আম
ছোট মাছ	ছোট ছোট মাছ	ভালো ছেলে	ভালো ভালো ছেলে
লাল জামা	লাল লাল জামা	কালো জাম	কালো কালো জাম

নিয়ম–৬. সর্বনাম পদের বহুবচন

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা	ও	ওরা
তুমি	তোমরা	যিনি	যাঁরা
সে, তিনি	তারা	এটা	এগুলো
এ	এরা	আপনি	আপনারা
ওটা	ওগুলো	কী	কোনগুলো

অনুশীলনী

১. বচন কাকে বলে? বচন কত প্রকার ও কী কী?
২. একবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৩. বহুবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৪. বচন পরিবর্তন করো :

আমি, তুমি, ছেলে, মেয়ে, বোন, ছাত্র, ফুল, শিক্ষক, জল, নেতা, মন্ত্রী, প্রশ্ন, পর্বত, বন্ধু।

অধ্যায়-১৫ জোড়া শব্দ

প্রশ্ন : জোড়া শব্দ কাকে বলে?

উত্তর : একই শব্দ যখন একসাথে দুইবার উচ্চারিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে জোড়া শব্দ বলে। নিখুঁতভাবে মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অসামান্য। যেমন : আমি বাড়ি যাব। লোকটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষে করছে।

উপরের বাক্যে একটি বাড়ি আর দ্বিতীয়ত বাক্যে অনেক বাড়ি বোঝাচ্ছে।

এরকম উদাহরণ আরো লক্ষ করো এবং অর্থ বোঝার চেষ্টা করো :

১. প্রদীপ নিবে গেল।
   প্রদীপটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে।

২. ফুলের গন্ধে ঘর ভরেছে।
   ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।

৩. ঢং করে ঘণ্টা বাজল।
   ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল।

৪. ছেলেটি মা বলে ডাকল।
   শিশুটি মা মা বলে কাঁদছে।

৫. মাঝি ঘাটে নৌকা বেঁধেছে।
   ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী বাঁধা।

৬. ধীরে কাজ করো।
   এতো ধীরে ধীরে হাঁটছে কেন?

অনুশীলনী

১. জোড়া শব্দ কাকে বলে?

২. জোড়া শব্দের প্রয়োজনীয়তা কী?

৩. নিচের জোড়া শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করো।

লাল লাল, নরম নরম, কালো কালো।

৩. তোমার বড়ো বোনের বিবাহ উপলক্ষে অগ্রিম ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানা আবেদনপত্র লেখো।

তাং : ০৭/০১/২০২৫
বরাবর
প্রধান শিক্ষক
..... মাদ্রাসা।
ডেমরা, ঢাকা।
বিষয় : তিন দিনের অগ্রিম ছুটির জন্যে আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী ৯ই মার্চ আমার বড়ো বোনের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। তাই মার্চ মাসের ৮ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আমার পক্ষে আসা সম্ভব হবে না।
অতএব, জনাবের নিকট বিনীত প্রার্থনা, আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটিদানের অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
আপনার অনুগত ছাত্র
মো. আলিফ ইসলাম
প্রথম শ্রেণি, রোল নং– ১

৪. বিনা বেতনে অধ্যায়নের জন্য তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানা দরখাস্ত লেখো।

তাং : ১০/০১/২০২৫
বরাবর
প্রধান শিক্ষক
..... মাদ্রাসা।
বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যায়নের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির একজন ছাত্রী। আমার বাবা সামান্য বেতনের সরকারি চাকরিজীবী। তাঁর আয়ের ওপরই আমাদের সংসার চলে। এই অল্প আয়ে আমাদের সংসার চালানোই কষ্টকর। এ অবস্থায় আমাদের তিন ভাই–বোনের লেখাপড়া খরচ চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনার বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।
অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাকে আপনার বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
মো. আজহার উদ্দিন
প্রথম শ্রেণি, রোল নং– ৩

উত্তর :

মাদ্রাসায়ে আবু হুরায়রা (রা)

মধুবাগ পারাডগার, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২।

তারিখ : ০২.০১. ২০২৫

ভর্তির আবেদন ফরম

ছবি

১. শিক্ষার্থীর নাম : আয়ান ইসলাম।

২. পিতার নাম : গাজী সালাউদ্দিন।

৩. পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নং : .....

৪. মাতার নাম : সামছুরনাহার আক্তার।

৫. মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নং : .....

৬. বর্তমান ঠিকানা : ২৯ ফরিদাবাদ লেন, শ্যামপুর, ঢাকা-১৩৬১

৭. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বালিয়া, পো: ফরক্কাবাদ, উপজেলা: চাঁদপুর, জেলা: চাঁদপুর।

৮. জন্মতারিখ : ০১.০২.২০১৭।

৯. জাতীয়তা : বাংলাদেশি।

১০. ধর্ম : ইসলাম

১১. যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক : দ্বিতীয় শ্রেণি।

১২. অভিভাবকের নাম : গাজী সালাউদ্দিন, ফোন : ০১৮৮৪৯.....

মো. হুমায়ন আহম্মেদ	গাজী সাউদ্দিন	আয়ান ইসলাম
শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

Aby‡”Q` wjLb

কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে পরপর কয়েকটি বাক্য গুছিয়ে লেখার নাম অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদের ভাষা সহজ-সরল ও সুন্দর হতে হবে। একটিমাত্র ভাব ও একটি অনুচ্ছেদ দিয়েই অনুচ্ছেদ লেখা শেষ করতে হবে।

১. আমাদের দেশ

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। এদেশের মাটি খুব উর্বর। বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশে সকল ধর্ম ও পেশার মানুষ বসবাস করে। বাংলাদেশকে আমি আমার মায়ের মতো ভালোবাসি।

২. আমাদের গ্রাম

আমাদের গ্রামটি ছোটো কিন্তু খুবই সুন্দর। গ্রামের চারদিকে সবুজ প্রকৃতি আর গাছগাছালিতে ঘেরা। আমাদের গ্রামের মানুষগুলো খুবই সহজ-সরল। সবাই মিলেমিশে বসবাস করে। তাই আমাদের গ্রামের কোনো তুলনা হয় না।

৩. মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ হয়। পাকিস্তান বাহিনী এ দেশের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালায়। তাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে এ দেশবাসী। অবশেষে রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হই আমরা।

১. ধান

ভূমিকা : ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান থেকে চাল হয়, সে চালই বাঙালিদের প্রধান খাদ্য। প্রবাদ আছে, 'মাছে ভাতে বাঙালি।' আজকাল শুধু বাঙালি নয়, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে।

বর্ণনা : ধানগাছ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। এগুলো দুই–তিন হাতের বেশি লম্বা হয় না। ধান গাছের পাতা চিকন, লম্বা এবং সবুজ হয়। ধান পাকলে ধানসহ গাছগুলো সোনালি রং ধারণ করে।

প্রকারভেদ : আমাদের দেশে সাধারণত চার প্রকারের ধান হয়। আউশ, আমন, ইরি ও বোরো। এসব ধান মোটা আর আমন ধান চিকন।

উপসংহার : আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। তাই এর উৎপাদনের দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

পাট

ভূমিকা : পাটকে বলা হয় বাংলাদেশের সোনালি আঁশ। বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাট প্রধান অর্থকরী ফসল। পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রফতানি করে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

প্রকারভেদ : আমাদের দেশে প্রধানত দুপ্রকার পাট জন্মে। এর একটি হলো বগি পাট এবং অপরটি মেস্তা বা সুন পাট। বগি পাট আবার কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। বগি পাট হালকা সোনালি এবং সুন পাট গাঢ় রঙের হয়ে থাকে।

চাষ প্রণালি : আদ্র জলবায়ু ও প্রচুর বৃষ্টিপাত পাট চাষের জন্যে বিশেষ উপযোগি। পাট বপনের পূর্বে পাটের জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করে প্রস্তুত করতে হয়। পাট গাছ একটু বড় হলে নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়।

উপকারিতা : পাট এবং পাট কাঠি আমাদের নানা কাজে লাগে। পাট দিয়ে দড়ি, বস্তা, চট, সুতলি ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া বর্তমানে পাটকাঠি দ্বারা কাগজ ও পারটেক্স তৈরি করা হচ্ছে।

উপসংহার : পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বিশ্বের বাজারে আমাদের দেশের পাটের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জিত হয় পাট থেকে। তাই পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে আমাদের প্রত্যেকের সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের মাদরাসা

ভূমিকা : যে স্থানে শিশু-কিশোর ভবিষ্যতের আদর্শ মানুষ হওয়ার অনুশীলন করে সে স্থানকে বলা হয় মাদরাসা। মানুষকে সভ্য করে গড়ে তোলার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মাদরাসা। মাদরাসা শব্দটির অর্থ হচ্ছে পড়ার গৃহ। তাই মাদরাসা হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের উত্তম স্থান।

নাম ও অবস্থান : আমাদের মাদ্রাসায় আবু হুরায়রা (রা)। সুন্দর পরিবেশে ঢাকা শহরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে ডেমরা থানার অন্তর্গত পাড়া ডগার এলাকায় আমাদের মাদ্রাসাটি অবস্থিত। আমাদের মাদ্রাসাটির দক্ষিণ দিক দিয়ে একটি বড় রাস্তা শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

বর্ণনা : স্বল্প পরিসরে উন্মুক্ত পরিবেশে ছয় তল ভবনে নির্মিত আমাদের এ মাদ্রাসাটি। আমাদের মাদ্রাসাটি প্রত্যেকটি তলায় চারটি করে মোট চব্বিশটি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২১টি শ্রেণীকক্ষ। দুইটি অফিস কক্ষ এবং একটি কমন রুম।

শিক্ষক সংখ্যা : আমাদের মাদ্রাসায় ত্রিশজন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষকগণ সবাই উচ্চ শিক্ষিত। আমাদের প্রধান শিক্ষক সাহেব একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষাবিদ। অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

ফলাফল : আমাদের মাদ্রাসার পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত ভাল। প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় একাধিক ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পেয়ে থাকে। তাছাড়া ইতমিনান নূরানী কিন্ডারগার্টেন বোর্ড বাংলাদেশ কর্তৃক মেধা পরীক্ষায় অধিসসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকার সর্বোচ্চ স্থানে স্থান পেয়ে থাকে।

উপসংহার : আমাদের মাদ্রাসাটি অত্র এলাকার একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। আমাদের মাদ্রাসাকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি এবং এর উন্নয়ন কামনা করি।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

সূচনা : মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য মামুলি ব্যাপার নয়। পিতামাতা সন্তানের জন্য যে কষ্ট স্বিকার করেন তা চিন্তা করলে তাদের চরণে আমরা মাথা নত না করে পারি না। এ জগতে মাতাপিতার মত আপনজন আমাদের আর কেউ নেই। তারা আমাদের শৈশবকালে কত কষ্ট করে লালন-পালন করেছেন। তাদের মনে কষ্ট পায় এমন কাজ কখনও করা উচিত নয়।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য : পিতামাতার মহান ত্যাগের ফলে আমরা এ পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখেছি। তারা অনেক কষ্ট সহ্য করে লালন-পালন করে আমাদের বড় করে তুলেছেন। তারা নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়ে এমনকি নিজের সর্বস্ব দিয়ে আমাদের মানুষ করতে চেষ্টা করেছেন। তাই তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের শেষ নেই। তারা কষ্ট পায় এমন কাজ করা ঠিক নয়। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার সেবা করতে হবে। সারাজীবন তাদের কথা মেনে চলতে হবে। কারণ পিতামাতার মনে কষ্ট দেয়া মহাপাপ।

উপসংহার : যে সন্তান পিতামাতাকে খুশি করতে পারে না, সে আল্লাহকেও খুশি করতে পারে না। কাজেই পিতামাতাকে ভক্তি করা প্রতিটি মানব সন্তানের একান্ত কর্তব্য।